টপিক: খৃষ্টানদের আক্বীদা-বিশ্বাস ও খন্ডন (১-২)

হযরত ঈসা আ.- এর ব্যপারে খ্রিস্টানদের বিশ্বাস

হযরত ঈসা আ.-কে আকাশে উঠিয়ে নেয়ার পর তার হাওয়ারীরা গোপণে গোপনে প্রচারের কাজ চালাচ্ছিলেন। রাষ্ট্রীয়ভাবে তা প্রচার-প্রসারও নিষিদ্ধ ছিল। প্রায় তিনশত বছর পর তারা প্রকাশ্যে প্রচার করা শুরু করে। তখন তাদের কাছে সেই ইঞ্জিলও ছিল না। তার হাওয়ারিনগণ স্মৃতিশক্তি হতে যা মনে ছিল তা লিখে রেখেছিল, সেগুলোকে ইঞ্জিল বলা হয়। এর বহু বছর পর তাদের আকিদা-বিশ্বাসের মধ্যে মতানৈক্য হয়ে গেল। আস্তে আস্তে শয়তান তাদেরকে সঠিক বিশ্বাস থেকে সরিয়ে শিরক ও কুফরি বিশ্বাস এর প্রতি উৎসাহ দিয়েছিল।

কুরআনুল কারীমে আল্লাহ্ তা'আলা তাদের বিশ্বাস উল্লেখ করে তার খন্ডন করেছেন।

প্রথম বিশ্বাস- হযরত ঈসা আল্লাহ

খ্রিস্টানরা বিশ্বাস করে হযরত ঈসা আ. আল্লাহ্। কুরআন তা খন্ডন করেছে। আল্লাহ্ তা'আলা সূরা মায়েদায় বলেন–

لَقَدْ كَفَرَ الَّذِينَ قَالُوا إِنَّ اللَّهَ هُوَ الْمَسِيحُ ابْنُ مَرْيَمَ وَقَالَ الْمَسِيحُ يَا بَنِي إِسْرَائِيلَ اعْبُدُوا اللَّهَ رَبِّي وَرَبَّكُمْ إِنَّهُ مَنْ يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَقَدْ حَرَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ الْجَنَّةَ وَمَأْوَاهُ النَّارُ وَمَا لِلظَّالِمِينَ مِنْ أَنْصَارٍ (72)

অর্থ: তারা কাফের যারা বলে যে মারইয়াম-তনয় মসীহ-ই আল্লাহ্; অথচ মসীহ বলেন- হে বনী-ইসরাঈল, তোমরা আল্লাহ্র ইবাদত কর যিনি আমার পালনকর্তা এবং তোমাদেরও পালনকর্তা। নিশ্চয়ই যে ব্যক্তি আল্লাহ্র সাথে অংশীদার স্থির করে, আল্লাহ্ তার জন্যে জান্নাত হারাম করে দেন এবং তার বাসস্থান হয় জাহান্নাম। অত্যাচারীদের কোনো সাহায্যকারী নেই।[১]

দ্বিতীয় বিশ্বাস- হযরত ঈসা আ. আল্লাহ্র পুত্র

খ্রিস্টানরা বিশ্বাস করে হযরত ঈসা আ. আল্লাহ্র পুত্র। তাদের এই বিশ্বাসকে খণ্ডন করে আল্লাহ তা'আলা সূরা তাওবায় বলেন–

وَقَالَتِ النَّصَارَى الْمَسِيحُ ابْنُ اللَّهِ ذَلِكَ قَوْلُهُمْ بِأَفْوَاهِهِمْ يُضَاهِئُونَ قَوْلَ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ قَبْلُ قَاتَلَهُمُ اللَّهُ أَنَّى يُؤْفَكُونَ (30)

অর্থ. নাসারারা বলে ;মসীহ আল্লাহ্র পুত্র'। এ হচ্ছে তাদের মুখের কথা। এরা পূর্ববর্তী কাফেরদের মত কথা বলে। আল্লাহ্ এদের ধ্বংস করুন, এরা কোন বিপরীত পথে চলে যাচ্ছে ।[২]

তৃতীয় বিশ্বাস- হযরত ঈসা আ. তিনজনের তৃতীয় জন। (ত্রিত্ববাদ)

খ্রিস্টানরা বিশ্বাস করে- আল্লাহ তিনজন । ১. (পিতা)-আল্লাহ। ২. (পুত্র)-ঈসা ইবনে মারইয়াম। ৩. (পবিত্র আত্মা)-রুহুল কুদ্দুস (জিব্রাইল)।

আল্লাহ তা'আলা তাদের এই বিশ্বাসকে প্রত্যাখ্যান করে বলেন-

لَقَدْ كَفَرَ الَّذِينَ قَالُوا إِنَّ اللَّهَ ثَالِثُ ثَلَاثَةٍ وَمَا مِنْ إِلَهٍ إِلَّا إِلَهٌ وَاحِدٌ وَإِنْ لَمْ يَنْتَهُوا عَمَّا يَقُولُونَ لَيَمَسَّنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ (73)

---

[1] সূরা মায়েদা–৭২

[2] সূরা তাওবা-৩০

অর্থ: ৭৩. নিশ্চয়ই তারা কাফের যারা বলে আল্লাহ্ তিনের এক; অথচ এক উপাস্য ছাড়া কোনো উপাস্য নেই। যদি তারা স্বীয় উক্তি থেকে নিবৃত্ত না হয়, তবে তাদের মধ্যে যারা কুফরে অটল থাকবে, তাদের উপর যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি পতিত হবে।[৩]

কোরআনে আরো ইরশাদ হয়েছে-

إِنَّ اللَّهَ رَبِّي وَرَبُّكُمْ فَاعْبُدُوهُ هَذَا صِرَاطٌ مُسْتَقِيمٌ (51)

অর্থ- নিশ্চয়ই আল্লাহ আমারও প্রতিপালক এবং তোমাদেরও প্রতিপালক। এটাই সরল পথ যে তোমরা কেবল তাঁরই ইবাদত করবে।[৪]

৪র্থ বিশ্বাস- ক্রুশবিদ্ধ ⟷ প্রায়শ্চিত্ব

খ্রিস্টানদের বিশ্বাস হযরত ঈসা আ. শূলিতে চড়ে সকলের পাপকে ক্ষমা করে দিয়েছেন। কুরানুল কারীমে তাদের এই বিশ্বাসকে খন্ডন করে সূরা নিসায় আল্লাহ্ তা'আলা বলেন-

وَقَوْلِهِمْ إِنَّا قَتَلْنَا الْمَسِيحَ عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ رَسُولَ اللَّهِ وَمَا قَتَلُوهُ وَمَا صَلَبُوهُ وَلَكِنْ شُبِّهَ لَهُمْ وَإِنَّ الَّذِينَ اخْتَلَفُوا فِيهِ لَفِي شَكٍّ مِنْهُ مَا لَهُمْ بِهِ مِنْ عِلْمٍ إِلَّا اتِّبَاعَ الظَّنِّ وَمَا قَتَلُوهُ يَقِينًا (157)

অর্থ: ১৫৭. আর তাদের একথা বলার কারণে যে, আমরা মারইয়াম পুত্র ঈসা মসীহ্কে হত্যা করেছি যিনি ছিলেন আল্লাহ্র রসূল। অথচ তারা না তাঁকে হত্যা করেছে, আর না শূলীতে চড়িয়েছে, বরং তারা এরূপ ধাঁধায় পতিত হয়েছিল। বস্তুত: তারা এ ব্যাপারে নানা রকম কথা বলে। তারা এক্ষেত্রে সন্দেহের মাঝে পড়ে আছে। শুধুমাত্র অনুমান করা ছাড়া তারা এ বিষয়ে কোনো খবরই রাখে না। আর নিশ্চয়ই তারা তাঁকে হত্যা করেনি।

একজনের পাপের কারণে অন্য জনকে শাস্তি দেয়া হয় না। এ বিষয়ে আল্লাহ্ তা'আলা বলেন-

وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى وَإِنْ تَدْعُ مُثْقَلَةٌ إِلَى حِمْلِهَا لَا يُحْمَلْ مِنْهُ شَيْءٌ وَلَوْ كَانَ ذَا قُرْبَى إِنَّمَا تُنْذِرُ الَّذِينَ يَخْشَوْنَ رَبَّهُمْ بِالْغَيْبِ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَمَنْ تَزَكَّى فَإِنَّمَا يَتَزَكَّى لِنَفْسِهِ وَإِلَى اللَّهِ الْمَصِيرُ (18)

অর্থ: ১৮. কেউ অপরের বোঝা বহন করবে না। কেউ যদি তার গুরুতর ভার বহন করতে অন্যকে আহ্বান করে কেউ তা বহন করবে না-যদি সে নিকটবর্তী আত্মীয়ও হয়। আপনি কেবল তাদেরকে সতর্ক করেন, যারা তাদের পালনকর্তাকে না দেখেও ভয় করে এবং নামায কায়েম করে। যে কেউ নিজের সংশোধন করে, সে সংশোধন করে স্বীয় কল্যাণের জন্যই। নিশ্চয়ই আল্লাহ্র নিকটই সকলের প্রত্যাবর্তন।[৫]

অন্যত্র আল্লাহ তা'আলা বলেন-

فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ (7) وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ (8)

অর্থ.৭.অতঃপর কেউ অণু পরিমাণ সৎকর্ম করলে তা দেখতে পাবে ।

৮ .এবং কেউ অণু পরিমাণ অসৎকর্ম করলে তাও দেখতে পাবে।[৬]

শূলে চড়ানোর প্রকৃত ঘটনা

ইহুদী ও খ্রিস্টানদের বিশ্বাস হলো, তাকে শুলিতে দেওয়া হয়েছে। খ্রিস্টানরা মনে করে তিনি গুনাহর কাফফারা হিসেবে শুলিতে চড়েছেন। আর ইহুদীরা মনে করে তাকে শাস্তি হিসাবে শুলিতে চড়ানো হয়েছে। আর

---

[3] সূরা মায়েদা–৭৩

[4] আল ইমরান-৫১

[৫] সূরা ফাতির-১৮

[৬] সূরা যিলযাল-৭-৮

মুসলমানদের বিশ্বাস হলো- না তাঁকে শুলিতে চড়ানো হয়েছে আর না হত্যা করা হয়েছে। আল্লাহ তা'আলা বলেন-
-

وَقَوْلِهِمْ إِنَّا قَتَلْنَا الْمَسِيحَ عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ رَسُولَ اللَّهِ وَمَا قَتَلُوهُ وَمَا صَلَبُوهُ وَلَكِنْ شُبِّهَ لَهُمْ وَإِنَّ الَّذِينَ اخْتَلَفُوا فِيهِ لَفِي شَكٍّ مِنْهُ مَا لَهُمْ بِهِ مِنْ عِلْمٍ إِلَّا اتِّبَاعَ الظَّنِّ وَمَا قَتَلُوهُ يَقِينًا.

অর্থ-আর তারা বলে, আমরা অল্লাহর রাসূল ঈসা ইবনে মারইয়ামকে হত্যা করেছি। অথচ তারা তাকে হত্যা করেনি এবং শূলেও চড়াতে পারেনি; বরং তাদের বিভ্রম হয়েছিল। প্রকৃতপক্ষে যারা এ সম্পর্কে মতভেদ করেছে, তারা এ বিষয়ে সংশয়ে নিপতিত এবং এ বিষয়ে অনুমানের অনুসরণ ছাড়া তাদের প্রকৃত কোনোও জ্ঞান ছিল না। সত্য কথা হচ্ছে- তারা হযরত ঈসা আ.-কে হত্যা করেনি।[৭]

প্রকৃত ঘটনা হলো, সেই সময় ফিলিস্তিনে রোমীয় সরকার ইহুদীদেরকে ধর্মীয় বিষয়ে সিদ্ধান্ত নেওয়ার অধিকার দিয়ে রেখেছিল, কিন্তু শাস্তি প্রয়োগ আদালতের মাধ্যমেই হতো। ফলে প্রথমে ইহুদীদের ধর্মীয় আদালতে হযরত ঈসা আ.-কে এলহাদের (ধর্ম পরিবর্তন করার) অপবাদ দিয়ে হত্যার সিদ্ধান্ত নেয়, আর রাষ্ট্রীয় আদালতে দেশদ্রোহী ও বিশৃঙ্খলাকারীর অপবাদ দিয়ে শূলে চড়ানোর হুকুম জারি করেছিল। ইহুদীরা যখন এসব কর্মকাণ্ড করছিল, তখন আল্লাহ্ তা'আলা ওহীর মাধ্যমে হযরত ঈসা আ.-কে পুরো চক্রান্তের খবর দিয়ে দিলেন। ফলে হযরত ঈসা আ. তাঁর সকল হাওয়ারিনদেরকে বললেন- তোমাদের মধ্যে এমন কে আছে যে আমার স্থানে কুরবানী দিতে প্রস্তুত? যাকে আমার মতো আকৃতি করে দেওয়া হবে? সে কুরবানী দিয়ে পরে আমার সাথে জান্নাতে থাকবে। এক যুবক বললেন, আমি এর জন্য প্রস্তুত। এরপর হযরত ঈসা আ.- কে স্বশরীরে আকাশে উঠিয়ে নেয়া হলো।

ইহুদীদের টার্গেট অনুযায়ী রোমীয় সেনা যারা সেই হাওয়ারীকে ধরে নিয়ে গেল ও তাকে শুলিতে চড়িয়ে দিল। তারা মনে করল, আমরা ঘযরত ঈসা আ.-কে শুলিতে চড়িয়েছি। এই ঘটনার পর ইহুদীরা সেই শুলির কথা বলছিল। যদিও অন্য দল বুঝেছিল যাকে শূলিতে চড়ানো হলো তিনি ঈসা আ. ছিলেন না। কিছু লোক তো হযরত ঈসা আ.-কে আকাশে উঠে যেতে দেখেছেন।

খ্রিস্টবাদের শুরুর দিকে অনেক দল ছিল যারা হযরত ঈসা আ.-এর আল্লাহ্ হওয়া ও শূলিতে চড়ানোর বিষয়টি বিশ্বাস করতো না। এমনকি রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসল্লামের যুগে হাবশার বাদশাহ নাজ্জাশী ও হযরত ঈসা আ.-এর আল্লাহ হওয়া ও শুলিতে চড়ানোয় বিশ্বাসী ছিলেন না।

খ্রিস্টানদের জন্য আল্লাহর সতর্কবাণী

আল্লাহ তা'আলা খ্রিস্টানদের উদ্দেশ্য করে বলেছেন- তোমরা ভুল পথ ছেড়ে দাও এবং সঠিক পথে চলে আসো

খ্রিস্টানদের ব্যাপারে হযরত ঈসা আ.-কে আল্লাহ্র জিজ্ঞাসা

কেয়ামতের দিন আল্লাহ্ তা'আলা হযরত ঈসা আ.-কে জিজ্ঞাসা করবেন। প্রিয় পাঠক বৃন্দ দেখুন আল্লাহ তা'আলা কী জিজ্ঞাসা করেন আর হযরত ঈসা আ. কী উত্তর দেন-

وَإِذْ قَالَ اللَّهُ يَا عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ أَأَنْتَ قُلْتَ لِلنَّاسِ اتَّخِذُونِي وَأُمِّيَ إِلَهَيْنِ مِنْ دُونِ اللَّهِ قَالَ سُبْحَانَكَ مَا يَكُونُ لِي أَنْ أَقُولَ مَا لَيْسَ لِي بِحَقٍّ إِنْ كُنْتُ قُلْتُهُ فَقَدْ عَلِمْتَهُ تَعْلَمُ مَا فِي نَفْسِي وَلَا أَعْلَمُ مَا فِي نَفْسِكَ إِنَّكَ أَنْتَ عَلَّامُ الْغُيُوبِ (116) مَا قُلْتُ لَهُمْ إِلَّا مَا أَمَرْتَنِي بِهِ أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ رَبِّي وَرَبَّكُمْ وَكُنْتُ عَلَيْهِمْ شَهِيدًا مَا دُمْتُ فِيهِمْ فَلَمَّا تَوَفَّيْتَنِي كُنْتَ أَنْتَ الرَّقِيبَ عَلَيْهِمْ وَأَنْتَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدٌ (117)

অর্থ:১১৬. যখন আল্লাহ্ তাআলা বলবেন: হে ঈসা ইবনে মারইয়াম! তুমি কি লোকদেরকে বলে দিয়েছিলে যে, আল্লাহকে ছেড়ে আমাকে ও আমার মাতাকে উপাস্য সাব্যস্ত কর? ঈসা বলবেন; আপনি পবিত্র! আমার জন্য শোভা পায় না যে, আমি এমন কথা বলি, যা বলার কোনো অধিকার আমার নেই। যদি আমি বলে থাকি, তবে আপনি

[৭] সূরা নিসা:১৫৭

অবশ্যই পরিজ্ঞাত; আপনি তো আমার মনের কথাও জানেন এবং আমি জানি না যা আপনার মনে আছে। নিশ্চয়ই আপনিই অদৃশ্য বিষয়ে জ্ঞাত।

১১৭. আমি তো তাদেরকে কিছুই বলিনি, শুধু সে কথাই বলেছি যা আপনি বলতে আদেশ করেছিলেন যে, তোমরা আল্লাহ্‌র দাসত্ব অবলম্বন কর যিনি আমার ও তোমাদের পালনকর্তা আমি তাদের সম্পর্কে অবগত ছিলাম যতদিন তাদের মধ্যে ছিলাম। অতঃপর যখন আপনি আমাকে লোকান্তরিত করলেন, তখন থেকে আপনিই তাদের সম্পর্কে অবগত রয়েছেন। আপনি সর্ববিষয়ে পূর্ণ পরিজ্ঞাত।[৮]

ইহুদী-খ্রিস্টান তথা আহলে কিতাবদের প্রতি সতর্কবাণী

আল্লাহ তাআলা ইহুদী-খ্রিস্টানদেরকে সকর্ত করে বলেন,

يَا أَهْلَ الْكِتَابِ لَا تَغْلُوا فِي دِينِكُمْ وَلَا تَقُولُوا عَلَى اللَّهِ إِلَّا الْحَقَّ إِنَّمَا الْمَسِيحُ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ رَسُولُ اللَّهِ وَكَلِمَتُهُ أَلْقَاهَا إِلَى مَرْيَمَ وَرُوحٌ مِنْهُ فَآمِنُوا بِاللَّهِ وَرُسُلِهِ وَلَا تَقُولُوا ثَلَاثَةٌ انْتَهُوا خَيْرًا لَكُمْ إِنَّمَا اللَّهُ إِلَهٌ وَاحِدٌ سُبْحَانَهُ أَنْ يَكُونَ لَهُ وَلَدٌ لَهُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَكَفَى بِاللَّهِ وَكِيلًا (171) لَنْ يَسْتَنْكِفَ الْمَسِيحُ أَنْ يَكُونَ عَبْدًا لِلَّهِ وَلَا الْمَلَائِكَةُ الْمُقَرَّبُونَ وَمَنْ يَسْتَنْكِفْ عَنْ عِبَادَتِهِ وَيَسْتَكْبِرْ فَسَيَحْشُرُهُمْ إِلَيْهِ جَمِيعًا (172) فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ فَيُوَفِّيهِمْ أُجُورَهُمْ وَيَزِيدُهُمْ مِنْ فَضْلِهِ وَأَمَّا الَّذِينَ اسْتَنْكَفُوا وَاسْتَكْبَرُوا فَيُعَذِّبُهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا وَلَا يَجِدُونَ لَهُمْ مِنْ دُونِ اللَّهِ وَلِيًّا وَلَا نَصِيرًا (173)

অর্থ: ১৭১. হে আহলে কিতাবগণ! তোমরা দ্বীনের ব্যাপারে বাড়াবাড়ি করো না এবং আল্লাহ্‌র শানে নিতান্ত সঙ্গত বিষয় ছাড়া কোনো কথা বলো না। নি:সন্দেহে মারইয়াম পুত্র মসীহ্ ঈসা আল্লাহ্‌র রসূল এবং তাঁর বাণী, যা তিনি প্রেরণ করেছেন মারইয়ামের নিকট এবং রূহ-তাঁরই কাছ থেকে আগত। অতএব, তোমরা আল্লাহ্‌কে এবং তাঁর রসূলগণকে মান্য কর। আর একথা বলো না যে, আল্লাহ্ তিনের এক; একথা পরিহার কর, তোমাদের মঙ্গল হবে। নিঃসন্দেহে আল্লাহ্ একক উপাস্য। সন্তান-সন্ততি হওয়াটা তাঁর শানের যোগ্য বিষয় নয়। যা কিছু আসমানসমূহ ও যমীনে রয়েছে সবই তাঁর। আর কর্মবিধানে আল্লাহ্‌ই যথেষ্ট।

১৭২. মসীহ আল্লাহ্‌র বান্দা হবেন, তাতে তার কোনো লজ্জাবোধ নেই এবং ঘনিষ্ঠ ফেরেশতাদেরও না। বস্তুত: যারা আল্লাহ্‌র দাসত্বে লজ্জাবোধ করবে এবং অহংকার করবে তিনি তাদের সবাইকে নিজের কাছে একত্রিত করবেন।

১৭৩. অতঃপর যারা ঈমান এনেছে এবং সৎকাজ করেছে তিনি তাদেরকে পরিপূর্ণ সওয়াব দান করবেন, বরং স্বীয় অনুগ্রহে আরো বেশী দিবেন। পক্ষান্তরে যারা লজ্জাবোধ করেছে এবং অহঙ্কার করেছে তিনি তাদেরকে দেবেন বেদনাদায়ক শাস্তি। আল্লাহ্‌কে ছাড়া তারা কোনো সাহায্যকারী ও সমর্থক পাবে না।[৯]

তাদের এই ভুল বিশ্বাস ত্যাগ না করার কারণে কঠিন শাস্তির কথা বলা হয়েছে।

وَإِنْ لَمْ يَنْتَهُوا عَمَّا يَقُولُونَ لَيَمَسَّنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ (73)

অর্থ: আর যদি তারা স্বীয় উক্তি থেকে নিবৃত্ত না হয়, তবে তাদের মধ্যে যারা কুফরে অটল থাকবে, তাদের উপর যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি পতিত হবে।[১০]

অন্য আয়াতে সকল আহলে কিতাবদেরকে দাওয়াত দেয়া হয়েছে।

قُلْ يَا أَهْلَ الْكِتَابِ تَعَالَوْا إِلَى كَلِمَةٍ سَوَاءٍ بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ أَلَّا نَعْبُدَ إِلَّا اللَّهَ وَلَا نُشْرِكَ بِهِ شَيْئًا وَلَا يَتَّخِذَ بَعْضُنَا بَعْضًا أَرْبَابًا مِنْ دُونِ اللَّهِ فَإِنْ تَوَلَّوْا فَقُولُوا اشْهَدُوا بِأَنَّا مُسْلِمُونَ (64)

---

[৮] সূরা মায়েদা: ১১৬-১১৭

[9] সূরা নিসা–১৭১-১৭৩

[10] সূরা মায়েদা–৭৩

অর্থ: বলুন, হে আহ্‌লে কিতাবগণ! একটি বিষয়ের দিকে আসো যা আমাদের মধ্যে ও তোমাদের মধ্যে একই- আমরা আল্লাহ্‌ ছাড়া অন্য কারো ইবাদত করবো না, তাঁর সাথে কোনো শরীক সাব্যস্ত করব না এবং একমাত্র আল্লাহ্‌কে ছাড়া কাউকে পালনকর্তা বানাব না। তারপরও যদি তারা স্বীকার না করে, তাহলে বলে দাও যে, তোমরা সাক্ষী থাক আমরা তো অনুগত।[১১]

[11] সূরা আলে ইমরান–৬৪